নব বাউল সঙ্গীত

তৎসহ

পূর্ণদাসের বাউল গান

প্রকাশক — বেনুপদ দে, (বাউল)

গ্রাম — হেমনগর, পোঃষ্ট — দাস নগর

জেলা হাওড়া

মূল্য দশ পয়সা

কবিতার প্রাপ্তিস্থান একমাত্র টাউন প্রেস, দমদম

১ নং গান

ও মেনকা মাথায় দিল ঘোমটা
ও তুই বেছে বেছে করলি জামাই
চিরকালের লেংটা লো লেংটা
ও তুই সোনার পুতলী
ও তুই বুড়ো বরকে বিয়া দিলি
ও তুই রূপ দেখিয়ে ভুলে গেলি সাদা সিদা রঙটা
কত কালের হবি বুড়া
কেউ জানে না তাহার গোড়া
যার অনুচর লংকা পোড়া
জপনালো তার নামটালো নামটা
ভস্ম মাখা সর্ব্ব অঙ্গে চেপে বেড়ায় বলদেতে
মাথায় জটা ত্রিশূল হাতে
ঠিক ভিখারীর ঢংটালো ঢ টা
ও কোমরে আটা বাঘের ছালে
হাড়ের মালা গলায় দোলে
শ্মশানে মশানে ঘুরে বাজায় মোষের শিংটা
মোটা সোটা জামাই যেমন
রূপে গিরিবালাও তেমন হায়
সেজেছে কেমন হাতীর গলায় ঘণ্টা
জামাইয়ের কপালে আগুন
নির্গুণ সেও সাজায় নিপুণ
কিন্তু শিবের স্বভাব করুন সাদা সিদা ঢংটা

২ নং গান

গোলেমালে গোলেমালে পিরিত করনা
পিরিতে কাঁঠালের আঠা লাগলে পড়ে ছাড়ে না
ছিল এক ব্রাহ্মণের ছেলে
সে যে বড়ই রিটকেলে
পিরিত করে ধোপার মেয়ের পা ধুয়ে দিলে
পিরিতে জাতের বিচার করতে গেলে
মিলবে নারে চাঁদের কণা
পিরিতে জগডুমুরের ফুল
সে যে আলোক লতার মুল
ভাব না জেনে পিরিত করা জীবের পক্ষে ভুল,
যেমন চিটেগুড়ে পিপড়ে পড়লে
নড়তে চড়তে পারে না
পিরিত কোন সে গাছের ফল সেযে সুখাদ্য অটল
কাঁচাতে মজিয়ে খেতে পাকাতে অম্বল।
পিরিত করে ভেসে বেড়ায় কচুরী আর টোপাপানা
গোলেমালে গোলেমালে পিরিত করনা
এক পিরিতে শিব শ্মশানবাসী
আর এক পিরিতে নদের নিমাই হলেন সন্ন্যাসী
ছিল গীত গোবিন্দ পদ্মাবতী
ওসে তারাই কেবল কয়জনা
গোলেমালে গোলেমালে পিরিত করনা।

৩নং গান

দেশে আর লক্ষ্মী নাইরে ভাই,
লক্ষ্মী মোদের গেছে ছেড়ে, তাই থাকি মোরা অর্দ্ধাহারে
আমি ভেবে কুল না পাই।
খেতের ধান থাকতে মোরা না খেয়ে মরি,
যদিও বা কিনে আনি তাও নেয় যে কাড়ি।
এখন স্বাধীন দেশের কিবা আছে না খেয়ে যে দিন কাটাই
ঘরের বউ ছেলে মেয়ে চাউল আনতে যায়,
মান ইজ্জত দিল তারা পর পুরুষের পায়।
মোদের লজ্জা ঘৃণা দূরে গেছে মানের গোড়ায় দিয়ে ছাই
নিজের পয়সা দিয়ে মোরা চাউল কিনে আনি,
চোর সাজিয়া বসে থাকি তাও নেয় যে টানি।
কবি বাউল বলে দেশটা যে গেল বৃথাই।

৪নং গান

ও দয়াল রে······দয়াল আর কাঁদায়ো না,
অভাবের তাড়নায় আমি ডাকতে পারি না।
যা শুনি নাই কোন কালে তাই ঘটালে কলিকালে
চাউলের চিন্তায় প্রাণ গেলে তোমার নাম লবে কে বলনা
রেশনে দেয় অর্দ্ধাহারে, সেই চালে আর পেট না ভরে,
চিন্তা করে যাই যে মরে, কি হবে উপায় বলনা।
জহরলাল মরিবার পরে, দুর্ভিক্ষ হয় ঘরে ঘরে,
লালবাহাদুর গেলেন মরে, অভাব মোদের মিটল না।
ইন্দিরা গান্ধী হল রাজা, সুখে থাকবেন দেশের প্রজা,
সেন মহাশয় পেলেন মজা, চাউল ধরা আর ছাড়ে না।
অধম কবি বলে, দেশটা গেল রসাতলে,
এই অকালে কি ঘটালে, ভেবে তো আর বাঁচি না।

৫ নং বাউল সংগীত

দয়াল গুরু গো…ও গুরু আমায় কর পার
সংসার যাতনা আজি সহে না আমার।
মিছে মায়ার ছলায় ভুলে, ভেসে মরি কাল অকুলে,
তোমায় আমি গেলাম ভুলে, ঘুরে হলাম সার।
ভবের রোগে জ্বর জ্বর, কাঁপছে প্রাণ থর থর,
আমার তরীর হালটি ধর না জানি সাঁতার।
বড় অভাজন আমি, পদাশ্রয় দাও অন্তর যামি,
বিষয় চিন্তার অধোগামী, কে করবে উদ্ধার!
তোমার পদে নিলাম স্মরণ, তুমি হও মোর জীবন মরণ,
অন্তিমেতে দিও চরণ ভব কর্ণধার।
অধম নিত্যগোপাল বলে, স্থান দাও তোমার চরণতলে,
হাজা জ্বালায় মলেম জ্বলে, বেচে থাকা ভার।

৬ নং

স্বাধীন দেশে কর্ম্ম দোষে হয়েছি ভাই দেশ ছাড়া
স্বাধীন তরে অকালেতে ফাঁসি নিল হায় যারা,
মোদের নাম হয়েছে বাস্তহারা।
ও সেই বীর নেতাজী যিনি আজি স্বাধীনের তরে,
অন্তর্ধান হয়ে মহান অজ্ঞাত বাস করে,
সে যদি মোদের থাকত দেশে হতনা সর্ব্বহারা।
তারপর বীর ক্ষুদীরাম যাহার নাম ভোলা নাহি যায়,
স্বাধীন তরে অকালেতে ফাঁসি নিল হায়।
চিত্তরঞ্জন স্বদেশী ধন কোথায় আছ আজ তোমরা।
মোদের একতা নাই দাম্ভিক ভাই ভাবি বুদ্ধিমান
লম্বা লম্বা লেকচার দিয়ে হতে চাই দেওয়ান,
নইলে মেয়ে রাজার দেশ হয়েছে পুরুষে হল ভেড়া।

৭ নং গান

বেকার বাবুর পায়ে নমস্কার
দেখলাম ভাই ঘোর কলিতে এই জগতে
ভাল মন্দের নাই বিচার।
যার মা ভগ্নি চাকুরী করে বাবুর বাড়ীতে,
করছেন তিনি বাবুগিরি ঘুরে রাস্তাতে।
বাবুর বিদ্যা শিক্ষা কোন মতে—
বলে গুড্ নাইট গুড্ মর্নিং স্যার।
বাবুর বৌ হয়েছে রঙের বিবি স্বামী মানে না,
ভাল চোখে চশমা দিয়ে চল্লেন সিনেমা।
ভাসুর শ্বশুর কেয়ার করে না বাপকে বলে মাইডিয়ার
ছোট খাট্ট চুল ছাটানি শিং তোলা টেরী
বাপমাকে ভাত দেয়না বাবু সেই দুঃখে মরি
বাবু পথে পথে বেড়ান ঘুরি—
যেন ময়লা টানা গাড়ীর ষাঁড়।

৮ নং গান

নারী জাতি স্বাধীন পেল ভারতে,
ইন্দিরা গান্ধী রাজা হয়ে বসে আছে দিল্লীতে।
ইন্দিরা পাকাহিরা জিতে গেল গাই বাছুরের দৌলতে
গাইয়ের বাট যে খাট ছিল বাছুরগুলা সব টেনে নিল,
মাথয় ছানার দর বাড়িল বুঝে নিবেন দিলেতে।
নারী জাতি স্বাধীন পেল ভারতে
ভাইত এবার যুদ্ধে যাবে রাইফেল নিয়া কাধেতে
নারী ড্রাইভার নারী ফিটার নারী কনট্রাক্টর
উড়োজাহাজ চালাচ্ছে নারী আকাশে এইবার
নারীর মুল্লুক স্বাধীন হল ভারতে

১০ নং গান

আমি তাইতে পাগল হলাম না,
এমন একজন মনের মত পাগল পেলাম না
নকল পাগল সব দেশেতে
আসল পাগল কয়জনা
কেউ পাগল হয় যৌবন জ্বালায়
কেউ পাগল হয় ধন রত্ন কেউ পাগল হয় কাজে
নকল পাগল সব দেশেতে
আসল পাগল কয়জনা
এক পাগলে নদের নিমাই হলেন সন্ন্যাসী
আর পাগল হলেন রত্নাকর বাল্মিকী মুনি
সে যে গীতগোবিন্দ পদ্মাবতী এরাই কেবল কয়জনা
তেমন একজন মনের মত পাগল পেলাম না।

১১ নং গান

কলির শেষে বাংলা দেশে নূতন দেখব কত।
বাবুর বিদ্যার নামে নর ডক্কা পায় দিয়েছে মোজা জুতো
ফোর টুয়েন্টির বাবু যারা অভ্যাস তাদের পকেট মারা,
বাপকে ভাত দেয়না তারা, কেবল বউয়ের অনুগত।
আবার বাপ বেটাতে আলাপ করে
ঠিক শালা সম্বন্ধের মত।
আপটুডেট মেয়ে যারা, হাত কাটা ব্লাউজ পরে তারা
রাস্তায় করে ঘোরা ফেরা, ছাড়া গরুর মত।
ভাবে দ্রৌপদীর যেমন পঞ্চস্বামী ঐরূপ যদি আমার হত

১১নং গান

ওমা শঙ্করী ধন্য কলির যাই বলিহারী,
কলিকালের কাণ্ড দেখে লাজেতে মা যাই মরি,
দুবেলা পেটে ভাত জোটেনা আমি কি উপায় করি।
একবেলা খাই আটার গোলা. আর একবেলা ছোলা,
আবার শুনি খেতে হবে এবারে কাচকলা,
কাঁচকলা কেমনে খাব তুমি দাও উপায় করি।
আবার যবের আটা, খেলে সেটা ছোটে পায়খানা,
ভুটভাট পুটপাট করে পেটে আরত সহে না,
ভাতের অভাবে আজি পেটেতে যে কি ভরি।
মাইলো খেয়ে বেনুপদ বলে হয়ে গেছি কুজা
এবার থেকে তোমায় মাগো করবোনা আর পূজা
পূজা করে কি হবে মা পেটের জ্বালায় জ্বলে মরি।

১২নং গান

ভাল করে পড়গা স্কুলে
নইলে কষ্ট পাবি শেষকাল
সদর স্কুল জেলা নদীয়ার
হেডমাষ্টার নিত্যানন্দ যেচে নাম বিলায়
নবদ্বীপে পাশ করায়ে বৃন্দাবনে যায় চলে
স্কুলের নতি বলি ১ম ছাত্র রূপ সনাতন রামানন্দ রায়
ওযে নিম্ন ছাত্র জগাই মাধাই তাদেরকে পাশ করালে
দুষ্ট ছাত্র আছে ছয়জনা খুব সাবধানে তাদের কথায় ভুল
তাদের বশীভূত হত্তে গেলে প্রথম ভাগ যাবি ভুলে
ভাল করে পড়গা স্কুলে।